"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো, মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র এই নরক থেকে তোমার অন্তঃকরণকে দূরে সরিয়ে নাও তাহলেই তোমরা এভার নিরোগী হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা ডাইরেক্ট এসে নিজের সন্তানদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ নির্মাণ করার জন্য কোন্ রায় দিয়ে থাকেন?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এখন তোমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কিছুই কাজে আসবে না তাই সুদামার মতন নিজের ভবিষ্যতের প্রালব্ধ বানিয়ে নাও। বাবা ডাইরেক্ট এসেছেন, তাই নিজের সবকিছু সফল করে নাও। হসপিটাল কাম কলেজ খোলো যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। সবাইকে পথ বলে দাও। সদা শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বোঝাতে তাকে হয় যারা বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে অবশ্যই সবাই হল পতিত এবং পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করে। পতিত মানুষকে অবশ্যই নির্বোধ বা অবুঝ বলা হবে। সবাই আহবান করে হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও। ভারতবাসী জানে যে সত্য যুগে এই ভারত পবিত্র ছিল। পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল, এই সময় হল পতিত গৃহস্থ অধর্ম । ধর্মাত্মা পবিত্রকে বলা হয়। এই ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন পবিত্র রাজ্য বলা হত। নর ও নারী উভয়ই ছিল পবিত্র। বাবা বসে বোঝান অর্ধেক কল্প থেকে ভক্তিমার্গ চলেছে। জপ তপ ইত্যাদি করা, বেদ পাঠ করা, এই সব হল ভক্তিমার্গ, এর দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না। আমি হলাম বাবা, আমাকে জানেই না। এইরকম ভাবে ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি করে। দ্বাপর থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়। পরে দেবতারা বাম মার্গে যায়। লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে। সোমনাথ মন্দির হীরে-জহরাত দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। সেই সময়ের হিসেবে কোটি টাকা খরচ হয়নি হয়তো কারণ সেই সময় হীরে-জহরাত ইত্যাদি বহু মূল্যের ছিল না। এই সময় যদি সেই মন্দির নির্মাণ হতো তবে তো অসীম পদ্মগুণ সম্পত্তি হয়ে যাবে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা বেদ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, এ'হল ভক্তি, তাকে জ্ঞান বলা হয়। সত্যযুগে তীর্থ ইত্যাদি করা হয় না। গঙ্গা-যমুনা নদী তো সত্যযুগেও থাকে। এখনও আছে। সত্য যুগে কোনও তীর্থ করার জন্য নদী ছিল না। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, উনি বসে জ্ঞান প্রদান করেন। অর্ধেক কল্প এই ভক্তি চলে। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি। শিবের পুজো হতো। পরে দেবতাদের, এখন তো ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেছে। ভক্তি করে, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে এখন সবাই ভক্ত হয়ে গেছে। সজনীরা, আমি একমাত্র সজন, আমাকেই স্মরণ করে। ভক্তদের রক্ষা করেন ভগবান। অবশ্যই ভক্তিতে কষ্ট ভোগ করে তবে তো আহবান করে যে, এসে আমাদের লিবরেট করুন। দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। গাইড রূপে মুক্তিধামে নিয়ে চলুন। তারা এ'কথা জানেনা যে ভগবান কে। শিবের বা শঙ্করের মন্দিরে যায়। শিব-শঙ্করকে একসাথে করে দিয়েছে । যদিও ওনারা হলেন আলাদা, শিব হলেন নিরাকার, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম দেহধারী। শিববাবা হলেন মূললোক নিবাসী, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মলোক নিবাসী। তাই শিববাবা বোঝান মন্দিরে ষাড় দেখানো হয়েছে। তারা ভাবে শিব-শঙ্কর যাত্রা করেছেন বলদের উপরে বসে। শিবের জন্য বলে দেয় উনি হলেন সর্বব্যাপী। এমন বলবে না শিব শঙ্কর হলেন সর্বব্যাপী। এক পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারকে বলা হয়। এখন বাবা বলেন দেখো, আমি নিরাকার তোমাদেরকে কীভাবে পড়াই। ষাঁড়ের উপরে বসে যাত্রা তো করি না। আমার যাত্রা ষাঁড়ের উপরে কেন দেখিয়েছে ? আমি তো সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করে আসি। এনার ৮৪ জন্মের কাহিনী তোমাদেরকে শোনাই। তোমরাও এসে ব্রহ্মা মুখ বংশী হয়ে যাও। এনার নাম হল ভগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ কারণ সর্বপ্রথমে ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শোনেন এবং ইনি হলেন সৌভাগ্যশালী। সত্যযুগে সংখ্যা খুব কম থাকে। বাকি সব আত্মারা ফিরে যায় নিজের ঘরে, যেখান থেকে এসেছে। এ'হল কর্ম ক্ষেত্র। সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হয়। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোকে সত্য যুগ ত্রেতা হয় না। এই ড্রামার চক্র এখানে আবর্তিত হয়। অর্ধেক কল্প জ্ঞান সত্যযুগ-ত্রেতা, অর্ধেক কল্প ভক্তি দ্বাপর-কলিযুগ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ দি ফার্স্ট, সেকেন্ড... রাজত্ব চলে। ত্রেতায় হলো চন্দ্রবংশী রামের ডিনায়স্টি। সত্যযুগে ৮ টি জন্ম, ত্রেতায় ১২টি জন্ম। এই ৮৪ জন্মের কাহিনী শিববাবা এসে বোঝান। বাবা এসে নিজের সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হন অন্য কারো সঙ্গে নয়। সন্তান রূপে কাছে এলে তবে তাদের পড়ান। বাবা বলেন - আমি তোমাদের পিতা-শিক্ষক-সদ্গুরু। সদ্গতি করে সঙ্গে নিয়ে যাই। পবিত্র হওয়ার খুব সহজ উপায়, যা আমি তোমাদেরকে বলি। এখানে বসে তোমরা কি করো ? বাচ্চারা বলে - বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি। আপনার আদেশ হল যে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর

তোমরা পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন তোমরা হলে তমোপ্রধান, স্মরণের দ্বারাই আত্মার খাদ দূর হবে। কষ্টের কোনও কথা নেই। এভার নিরোগী (সদা সুস্থ) হওয়ার জন্য এ'হল সহজ যুক্তি। দেবতারা কখনও রোগে আক্রান্ত হয় না। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে। পাপ ভস্ম হলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এ'হল বিশাল উপার্জন। ঘোরো ফেরো তার সাথে শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। প্রথমে এই প্র্যাক্টিস করতে হবে। স্মরণ করলে আমরা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাবো। কোনও কষ্ট নেই, শুধু মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথাটি বাবা আত্মাদেরকে বলেছেন, হে আত্মারা শুনছো ? বাবা মুখের দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো এবং ঘর অর্থাৎ পরম ধামকে স্মরণ করো। এখন এই নরকটি শেষ হয়ে যাবে। ফিরে যেতে হবে পরমধাম (ঘর)। আহার প্রস্তুত করার সময়ও স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। যদিও তোমরা হলে কর্ম যোগী তবুও কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণ অবশ্যই করো। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, আধ ঘন্টা এইভাবে চার্টটিকে বাড়াতে থাকো। চেক করতে থাকো আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করলাম? যে পিতার কাছে বৈকুন্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, ২১ জন্মের জন্য সদা সুস্থ সবল নিরোগী হই। কতখানি সহজ এই যুক্তি। চক্রের নলেজ বোঝানো হয়েছে যে শিখা বা টিকি হল ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চক্রটি স্মরণ করতে হবে। বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ করো। এখন তোমরা জানো এক ধর্মের স্থাপনা হলেই অন্য ধর্ম গুলির বিনাশ হয়ে যাবে। সত্য যুগে একটি ধর্ম থাকে। তোমাদের সব পরিশ্রম হল একমাত্র এতেই। বাবা বলেন আমি বীজ আমাকে স্মরণ করো এবং বৃক্ষকেও স্মরণ করো। স্থাপনা, বিনাশ এবং পালনা (প্রতিপালন).... এ' হল খুব সহজ। সহজযোগ এবং সহজ জ্ঞান। বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি কীভাবে হয়, সেই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। গৃহস্থে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকতে হবে। এ'তো ভালো কথা তাইনা। বাবা বলেন ৬৩ জন্ম তোমরা নরকে হাবুডুবু খেয়েছো। পাপ কর্ম করেছো, এখন পুরোপুরি পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছো। রাবণের মতানুসারে চলেছো। গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন। এর অর্থ রাবণ রাজ্যে বসবাস ছিল। মানুষের বুদ্ধি কতখানি মলিন হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারে না। স্বর্গ কবে ছিল কেউ জানেই না। লক্ষ্মী-নারায়ণের (রাজত্ব কালের) ৫ হাজার বছর হয়েছে, সে কথা কারো জানা নেই। সত্য যুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। অর্ধকল্প হল জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হল ভক্তি তারপর যখন পুরানো দুনিয়া হয় তখন আসে বৈরাগ্য। এই নরকের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে।

তোমরা এখানে বসে অনেক উপার্জন করো। বাবা বলেন - তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। এ'হল তোমাদের অন্তিম ৮৪-তম জন্ম, বিনাশ সামনে রয়েছে। মৃত্যুলোকের বিনাশ অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে। অমর নাথ বাবার কাছে আমরা সত্য নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী শুনছি। এ'হল একটি কাহিনী। শাস্ত্র ইত্যাদি অসংখ্য তৈরি করেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। সবই হল মিথ্যা। বাবা সত্য কথা শুনিয়ে সত্যখণ্ডের রচনা করেন। কত ভালো ভাবে বোঝানো হয়। সে যেমনই হোক অবলা, গণিকা, অহল্যা সবাই স্বর্গের মালিক হতে পারে। তোমাদের কাছে এখন কি আছে? আমেরিকায় কি আছে? বিরাট বিরাট মহল আছে। সে সব ধ্বংস হলো বলে। স্বর্গে তো অপরিসীম ধন ছিল। এখানে তো ধন নেই। আমেরিকার হোয়াইট হাউস কি লুট হবে? কিছুই নেই। সেখানে সত্য যুগে তো গরিবের মহলও এখানকার থেকে ভালো থাকবে। রৌপ্য স্বর্ণ জড়িত থাকবে। সেখানে সবই সস্তা থাকবে, সেখানে সবার কাছে নিজস্ব জমি থাকে। সুদামার দৃষ্টান্ত রয়েছে.... ভক্তিমার্গে দুই মুঠো ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে এসেছো। কেউ হসপিটাল খুললে পরের জন্মে সুস্বাস্থ্য লাভ করে। কোনো রোগ ইত্যাদি হয় না। কেউ কলেজ নির্মাণ করলে পরের জন্মে পড়াশোনায় বুদ্ধিমান হয়। এক জন্মের ফল অন্য জন্মে প্রাপ্ত হয়। পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা তো হলেন দাতা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, একটি হসপিটাল কাম কলেজ খোলো, এতেই অনেকের কল্যাণ হবে। যার ফল তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত করবে। সেইসব হল ইন্ডাইরেক্ট এক জন্মের জন্য, এ'হল ডাইরেক্ট, ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয় কারণ এখন পিতা ডাইরেক্ট বসে আছেন। বাবা বোঝান তোমার যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে যাবে। মহল, সম্পত্তি ইত্যাদি সব মাটিতে মিশে যাবে তাই এখন ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন কর যা তোমাদের কাজে লাগবে। যে আসুক তাকেই পথ বলে দাও, বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের মরচে দূর হয়ে যাবে। শিববাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক, পারসবুদ্ধিধারী হতে পারবে। কত রকমের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন। প্রত্যেকের কর্মের হিসেব নিকেশ নিজের নিজের। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বসে বুঝিয়ে দেন। কোনও রকমের কষ্ট থাকলে সার্জেনের কাছে এসে মতামত নাও। অহল্যা, কুব্জা.... সকলকেই পথ বলে দিতে হবে। পবিত্রতার বিষয়েই ঝঞ্ঝাট হয়ে এসেছে। বিষ না দিলে মারপিট করে। ঘর থেকে বের করে দেয়। কতরকমের ঝঞ্ঝাট করে। বাবা বলেন এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন অনেক পড়বে। অবলাদের উপরে অত্যাচারও অনেক হবে, অন্য সৎসঙ্গ গুলিতে গেলে কখনও অত্যাচার হয় না। এখানে বিঘ্ন পড়ে। বাবা বলেন - অনেকে পতিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা পবিত্র হয়েছো - পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। বাবার আদেশ হল এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এরই নাম সহজ রাজ যোগ, অন্য কোনও শাস্ত্রে এমন যুক্তি নেই। গীতাতেও আছে দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজ পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান নন। ভগবান

হলেন সর্ব আত্মাদের একমাত্র পিতা। দেহটি লোনে নিয়েছেন, ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন ভাগ্যাশালী রথ। এনার খুশী এতেই যে, আমার দেহ ভগবানের কাজে লেগেছে। এই দেহে পিতা পরমাত্মা এসে সকলের কল্যাণ করেন। এছাড়া ষাঁড় ইত্যাদি কিছু নয় । এই সব কথা নতুনরা কীকরে বুঝবে! আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। এই পতিত দুনিয়ার থেকে মনের সংযোগ দূর করতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। হসপিটাল কাম কলেজ খুলে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে সুপ্রিম সার্জেনের শ্রীমৎ নিতে হবে।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধির দ্বারা ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভবকারী সফলতা মূর্তি ভব

ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষ উপহার হলো দিব্য বুদ্ধি। এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে, নিজেকে এবং তিনটি কাল-কে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারো। দিব্য বুদ্ধির সাহায্যেই স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তি গুলিকে ধারণ করতে পারো। দিব্য বুদ্ধি ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করায়, সেই বুদ্ধির সামনে তিনটি কাল স্পষ্ট থাকে। বলাও হয় যা ভাববে, যা বলবে, আগের আর পরেরটা চিন্তা করেই করবে। পরিণামের কথা বুদ্ধিতে রেখে কর্ম করলে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।

স্লোগানঃ- যথার্থ নির্ণয় দিতে হলে আত্মিক নেশার (রুহানী ফাখুর) দ্বারা চিন্তামুক্ত (বেফিকর, নিশ্চিন্ত) স্থিতিতে স্থিত থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;